সংবাদ

তারিখ ... 20 AUG 2015 ..
পৃষ্ঠা ... ১০ কলাম ... 2 .....

কেশবপুরের দুটি বিদ্যালয় ২০ বছর ধরে পানিবন্দি!

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

কপোতাক্ষ সমস্যার সমাধান না হওয়ায় যশোরের কেশবপুরে মহাদেবপুর আরবিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গত প্রায় দু'যুগ ধরে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪ মাস পানিবন্দি থাকে। জলাবদ্ধতার কারণে দুটি ভবনেরই দেয়াল নষ্ট হয়ে পলেস্তারা খসে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। পানির কারণে আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। সামনে সমাপনি, জেডিসি, অর্ধবার্ষিকী ও বার্ষিক পরীক্ষা। তাই বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা মাচা করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান অব্যাহত রেখেছেন।এ ব্যাপারে প্রতিকার চেয়ে বারবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হলেও কোনো সাহায্য মেলেনি।কপোতাক্ষ নদের অববাহিকায় ১৯৮৫ সালে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এক একর ৮৫ শতক জমির ওপর মহাদেবপুর আরবিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটি স্থাপিত হয়। আশপাশে আর কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিদ্যালয় দুটি সুনামের সাথে এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। ১৯৯৮ সালে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী প্রয়াত এএসএইচকে সাদেকের সদিচ্ছায় বিদ্যালয় দুটির একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ১৯৯৫ সালের দিকে কপোতাক্ষ নদ নাব্যতা হারালে পানি নিষ্কাশনের পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিদ্যালয় দুটিতে স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেয়। এরপর দু'বার কপোতাক্ষ নদ খননের নামে রুটপাট চালানো হলেও বিদ্যালয় দুটি আর জলাবদ্ধতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এ পর্যন্ত কোনো সরকারি অনুদান না পাওয়ায় অর্থাভাবে পুনসংস্কারের অভাবে প্রতিষ্ঠান দুটির দেয়াল নষ্ট হয়ে ঝুঁকিপূর্ণসহ জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। পানির কারণে প্রতিষ্ঠান দুটির দরজা, জানালা, আসবাবগত্র, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। এ বিদ্যালয় দুটির মেঝেতে বর্তমান দু'ফুট পানি রয়েছে।দশম শ্রেণির ছাত্রী ফতেমা খাতুন জানায়, স্কুল বন্যায় তালিয়ে যাওয়ার কারণে সুপেয় পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়েছে। সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত কাঁদা-পানির মধ্যে থেকে পায়ে ঘাঁ হয়ে গেছে। মহাদেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিনুর রহমান জানান, ভবনটি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সংস্কার করা হয়নি। প্রতিবছর বন্যার সময় মেঝেতে ২/৩ ফুট পানি থাকে। শ্রেণিকক্ষে মাচা করে তার ওপর শিক্ষার্থীরা বসে এবং পানিতে দাঁড়িয়ে শিক্ষকরা অতিকষ্টে পাঠদান করে থাকেন। ভবনটি বহু আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। মহাদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দাশ সুভাষ চন্দ্র জানান, পরিত্যাক্ত ঘোষণা করার কারণে ৫ রুম বিশিষ্ট একাডেমিক ভবনটি বহু আগেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে শিক্ষকদের অনুদানের টাকায় ৪ রুম বিশিষ্ট একটি টিন সেডের ঘর নির্মাণ করা হয়। কাঁদার মধ্যে সেখানে ২২০ জন ছাত্র ছাত্রীকে গাদাগাদি করে বসিয়ে পাঠদান করাতে হচ্ছে। কিন্তু ছাউনির টিন মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, মূল্যবান বই, আসবাবপত্র, কাপড় চোপড় ভিজে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ অবস্থায় দীর্ঘ ২৫ বছর চললেও কোনো সরকারি সহযোগিতা পাইনি। ইতোমধ্যে গৃহ ও আসবাবপত্র সংস্কারের জন্য পাঁচ লাখ টাকা অনুদান চেয়ে যশোরের ডেপুটি কমিশনারসহ প্রশাসনের কাছে একাধিক দপ্তরে আবেদন করা হয়েছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র সরকার বলেন, বিদ্যালয় দু'টির সমস্যার কোনো শেষ নেই। সরকারি অনুদান ছাড়া এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। এ উপজেলায় শুধু ওই বিদ্যালয় দুটি নয় আরও সাতটি বিদ্যালয় পানিতে তলিয়ে গেছে।

বছরের ৪ মাসের জলাবদ্ধতায় দুটি স্কুলের ভবনের দেয়াল নষ্ট হয়ে খসে পড়ছে পলেস্তারা